যায়যায়দিন

তারিখ 1 JUL 2013
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ চাকরিচ্যুত ৩৩৩

রংপুর প্রতিনিধি

পদ সৃষ্টি না করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদন ছাড়াই অ্যাডহক ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছয় মাস মেয়াদে নিয়োগ দেয়ার অপরাধে চাকরিচ্যুত হয়েছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩৩ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এদের মধ্যে শিক্ষক রয়েছেন ১৫ জন। রোববার থেকে তাদের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া চাকরিজীবীরা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে রোববার সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্কের মোড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে তারা ওই আলটিমেটাম দেন। পরে তারা উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচিও পালন করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সংগঠনের মুখপাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দাবি পূরণ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য উপাচার্যের কার্যালয় অবরুদ্ধসহ লাগাতার আন্দোলন চলবে। আন্দোলন ছাড়া তাদের বিকল্প পথ নেই।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কর্মকর্তা তাপস গোস্বামী, রবিউল আলম রবি, কর্মচারী রাহেল চৌধুরী পিন্টু, মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি দেলোয়ার তালুকদার, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ নেতা হাদীউজ্জামান হাদী, মেহেদী হাসান শিশির প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শাহজাহান আলী মণ্ডল জানান, পদ সৃষ্টি না করে এবং ইউজিসির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সাবেক উপাচার্য ড. আবদুল জলিল মিয়া ছয় মাস মেয়াদে ৩৩৩ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। গত ৯ জুন ইউজিসি এই শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে তাদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়। এদের মধ্যে শিক্ষক রয়েছেন ১৫ জন। বিশ্ববিদ্যালয়

চাকরিচ্যুত : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

চাকরিচ্যুত : রোকেয়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শাফিকুল ইসলাম বলেন, অস্থায়ীভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া চাকরিজীবীরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাচ্ছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এ ব্যাপারে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী বলেন, পদ সৃষ্টি না করে নিয়োগ দেয়াটাই অন্যায় হয়েছে। পদ সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা চলছে। ইউজিসি অনুমোদন দিলে চাহিদা অনুযায়ী পদায়ন করা হবে।

উল্লেখ্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ৫ মে উপাচার্য ড. আবদুল জলিল মিয়াকে অব্যাহতি দেন।